ভোরের কাগজ

তারিখ 05 JAN 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

13

অক্সফোর্ডের এক মেধাবী তরুণের কথা

◇

টি. হোসেন

সালটা ১৯৮৭। ব্রিটেনের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ছাপা হলো এক দারুণ মেধাবী প্রতিভাবান অশ্বেতাঙ্গ ছাত্রের হাস্যোজ্জ্বল ছবি। 'এ লেভেলে' ফিজিক্স, ম্যাথমেটিক্স এবং কেমিস্ট্রি– তিনটি বিষয়েই অসাধারণ নম্বর আর এ গ্রেড পাওয়ার কারণে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি যাকে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছে সেখানে পড়বার জন্য। খবরটা বিস্ময়কর ঠেকে অনেকের কাছে। বিস্ময় এ জন্য যে, ছেলেটি এশিয়ান। শুধু এশিয়ানই নয়, বাংলাদেশী।

বাংলাদেশের এই ব্যক্তির নাম মোহাম্মদ আবদুল মুবিন চৌধুরী। ডাক নাম তুহিন। সপরিবারে থাকেন লন্ডনের লুইশাম এলাকায়। বাড়ি সিলেটে। তিন ভাই দুই বোনের মধ্যে তিনি দ্বিতীয়। অতি সম্প্রতি, এই ডিসেম্বরে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি পেয়ে গেছেন তুহিন। পিএইচডি–তে তার থিসিসটির নাম– Atomic clock using laser cooled caesuim atoms. লেসার বীম দিয়ে পরমাণুকে শীতল করার কৌশল– আপাত দৃষ্টিতে প্রায় অসম্ভব একটা ব্যাপার নিয়ে রিসার্চ করেছেন তিনি। থিসিস সমাপ্ত করার আগে ৯৩ সালেই তিনি গিয়েছিলেন যুক্তরাষ্ট্রে– একটি কনফারেন্সে যোগ দিতে। সারা ইউরোপ থেকে ঐ কনফারেন্সে যোগ দিতে গিয়েছিলেন দু'জন মাত্র নবীন বিজ্ঞানী। ঐ দু'জনের মধ্যে তুহিন একজন। সেখানে তার কনফারেন্স পেপারটি প্রশংসিত হলো জোরালোভাবে। পেপারটির নাম ছিলো– Ramsey Fringes in an atomic fountain using a magneto-optic trap. ডক্টরেট পাবার সঙ্গে সঙ্গেই অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি তুহিনকে আহ্বান করেছে সেখানে শিক্ষকতায় যোগদান করতে, পাশাপাশি গবেষণাও চালিয়ে যেতে অক্সফোর্ডের ল্যাবরেটরিতে। কিন্তু এই প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছেন তিনি। Atomic Physics নিয়ে রিসার্চ বা শিক্ষকতা– কিছুই করতে রাজি নন তিনি কোনো এক অজ্ঞাত কারণে। এ তো রীতিমতো পাগলামি! না, পাগলামি নয়– তুহিন জানান, 'আমি একটি চাকরি করবো এখন এবং অবশ্যই সেটা ফিজিক্স সংক্রান্ত কোনো চাকরি নয়। ছয়টি বছর ধরে তো ওটা নিয়ে নাড়াচাড়া করলাম। এবার একটু নতুন ফিল্ডে আসতে চাই। এজ এ ফ্রেশ চ্যালেঞ্জ।'

– কি ধরনের ফিল্ড? কোন পরিকল্পনা?

–প্রবেবলি ম্যাথমেটিক্যাল মডেলিং অব দ্য স্টক মার্কেট।

এ তো ঠিক যে, এই মেধাবী মস্তিষ্কটি তার। এই মস্তিষ্ক তিনি কোথায়, কিভাবে কাজে লাগাবেন– এটমিক ফিজিক্সে না স্টক মার্কেটে– সেটাও তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। যেখানেই কাজে লাগান না কেন, উন্নত মস্তিষ্ক থেকে উন্নত কিছু বের হবে– এমনটাই স্বাভাবিক।

কিন্তু কিছুটা চঞ্চল, ছটফটে প্রকৃতির এই তরুণ তার সিদ্ধান্তে অটল। সম্ভবতঃ পারমাণবিক–পদার্থবিজ্ঞান সম্পর্কে তিনি ভালোমতোই বোরড। অবসর সময়ে তুহিন পছন্দ করেন টেনিস আর স্কোয়াশ খেলা। মাছ ধরা তার প্রিয় হবি। স্বভাবে–আচরণে কিছুটা চঞ্চল মনে হলেও মাঝে মাঝে তিনি একেবারেই চুপচাপ, গম্ভীর। পড়াশোনার সময় অপছন্দ করেন বিরক্ত করা। পাকাপোক্তভাবে দেশে ফেরার কোনো পরিকল্পনা আপাততঃ তার নেই। তবে দূর ভবিষ্যতে, কখনো হয়তো ফিরে আসবেন ছোটবেলায় ছেড়ে যাওয়া মাটিতে। সেটা সময়ই ভালো বলতে পারবে। তবে ২৪ বছরের এই প্রতিভাবান তরুণের সামনে খোলা যে দীর্ঘ পথ, সেই পথে তিনি সাফল্য অর্জন করুন– এটাই আমাদের কামনা।